গার্মেন্টস ট্রাজেডী

কে করবে হত্যাকারীর বিচার

খোন্দকার তাজউদ্দিন

'আমার নার্গিসকে ফিরিয়ে দাও। আমি ওকে বলেছিলাম, মা আমার একটি চাকরি হয়েছে, তোকে চাকরি করতে হবে না। নার্গিস আমাকে বলেছিল, বাবা আমি চাকরি করে তোমার টানাটানির সংসারে একটু আলোর মুখ দেখাবো। আমার নার্গিস আলোর মুখ দেখাতে পারেনি, ও তো চিরদিনের জন্য অন্ধকারে হারিয়ে গেল।' তেজগাঁওয়ে ধসে পড়া ফিনিক্স ভবনের সামনে নিহত নার্গিসের বাবা লেবু শেখ এভাবেই প্রলাপ বকছিলেন। সন্তান হারানোর শোকে তার আহাজারিতে সবার চোখে পানি এলেও ভবনের মালিক শিল্পপতি হাজি দীন মোহাম্মদ ও তার সহযোগীদের কানে এতোটুকু যে পৌঁছেনি তা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না। কারণ আমাদের দেশে অগ্নিকান্ড ও ভবন ধসে বিভিন্ন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শত শত মৃত্যু ঘটলেও মালিকরা সব সময় থাকে শ্রমিকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ তারা পুঁজিপতি।

মাত্র ৪০ ঘণ্টার ব্যবধানে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লেগে ৫৪ জনের মৃত্যু ঘটনার পর এবার অবৈধভাবে সংস্কার কাজ চালানোর সময় তেজগাঁওয়ে ফিনিক্স ভবন ধসে পড়ে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে দেড় শতাধিক।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো তৈরি পোশাক শিল্প। এ শিল্পে ৮০% নারী শ্রমিক। রপ্তানি আয়ের ৭০% আসে এ খাত থেকে। অথচ এ শিল্পে যারা কাজ করে তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। নেই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মজুরি। দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকরা বন্দিদশায় কাজ করে। সবসময় বন্ধ থাকে প্রধান ফটক। ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকরা দ্রুত বের হয়ে আসতে পারে না। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। অথচ গেট বন্ধ রাখা শ্রম আইন, কলকারখানা আইন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম আদালতের দৃষ্টিতে অবৈধ। এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি টিপু মুন্সি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, কোনো গার্মেন্টস মালিকের মূল কলাপসিবল গেট বন্ধ রাখার অধিকার নেই। কেউ যদি বন্ধ রাখে এবং তাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তবে দেশের প্রচলিত আইনে অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। কলাপসিবল গেট বন্ধ রেখে মানুষ হত্যাকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।

দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা নেই দেশের বেশির ভাগ গার্মেন্টসে গত বছরের ১০ এপ্রিল সাভারের বাইপালে স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ভবন ধসে ৮৬ জন মারা যায়। তখন বলা হয়েছিল, পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হবে। নয় মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রাম ও ঢাকার দুর্ঘটনা প্রমাণ করে, কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। বরং গার্মেন্টসে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বরাবর লক্ষ্য করা গেছে লাশ গুম করার প্রবণতা। বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফন করার বিষয়টি এখন অনেকটা আইনে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামের অগ্নিকান্ডে নিহত ৩৪ জনকে পরিচয় না পাওয়ায় গণকবর দেয়া হয়েছে। এই ৩৪ জন মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকের ডিএনএ টেস্টের ব্যবস্থাও করা হয়নি। যে কারণে স্বজনহারা কেউ আগামীতে খুঁজে পাবে না এদের নাম-পরিচয়। গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে সব সময় মালিক পক্ষ এক ধরনের বীভৎসতায় মেতে ওঠে। লাশ গুমের প্রবণতা প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও সম্মিলিত গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রায় রশেম চন্দ্র সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'গার্মেন্টস মালিকরা সব সময় শ্রমিকদের শ্রমদাস মনে করে। এ শ্রমদাসরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখলেও বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম মজুরি পায় না। এমনকি মারা গেলে লাশ ফেরত দেয়া হয় না। মালিকরা আইনি ঝামেলা, ইমেজগত সমস্যা ও ক্ষতিপূরণ দেবার ভয়ে লাশ গুম করে রাখে।' চট্টগ্রামের দুর্ঘটনায় নিহত ৩৪ জনের গণকবর প্রসঙ্গে কেটিএস গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌহিদুল কবির সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'আমরা কোনো লাশ গুম করিনি। পরিস্থিতির জন্য লাশ গণকবর দেয়া হয়েছে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।'

কলাপসিবল গেট বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নিরাপত্তার স্বার্থে গেট বন্ধ ছিল। তবে দুর্ঘটনার সময় দারোয়ান হয়তো ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারনি।'

প্রতিটি দুর্ঘটনার পর সরকারি মহলে তোলপাড় হলেও কিছু দিনের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তদন্ত হয় না এবং আজ পর্যন্ত এ ঘটনায় মালিকের কোনো সাজা হয়নি।

তেজগাঁও ফিনিক্স ভবনের দুর্ঘটনায় ১৮ জনের প্রাণহানি ও তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে মালিক হাজি দীন মোহাম্মাদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার

‘জীবনের মূল্য অর্থ দিয়ে কেনা যায় না’

নাসরিন হক
কান্ট্রি ডিরেক্টর, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক ২০০০ : চট্টগ্রামে কেটিএস গার্মেন্টসে নিহত প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবারকে ১ লাখ করে টাকা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিজিএমএ। এটাই একজন শ্রমিকের জীবনের মূল্য। শ্রমিক বা গরিব মানুষের মূল্য কম। কিন্তু কতোটা কম? এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার চিন্তাধারা কি?

নাসরিন হক : আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গরিব। গার্মেন্টস সেক্টরে যারা কাজ করে তারা আরো গরিব। এ শিল্পে যারা কাজ করে তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, নিশ্চয়তা নেই। তারা নিজেকে উজাড় করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করেছে। জীবিকা নির্বাহ করার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছে না। শ্রমিকের রক্ত শোষণ করে যারা সম্পদের পাহাড় তৈরি করছে তারা গরিবের খোঁজ রাখে না। এর ফলে দেশে একশ্রেণীর মানুষ আকাশছোঁয়া দালানে বাস করছে অপর শ্রেণী বসবাসের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একশ্রেণীর মানুষ দিন দিন আরো গরিব হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে তার জীবনের জন্য কেউ লাখ টাকা দিল এটা বড় ব্যাপার নয়। জীবনের মূল্য অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। বড় ব্যাপার হলো, মানুষ বাঁচিয়ে রেখে কর্মের ব্যবস্থা করা।

২০০০ : দেশে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। এর কারণ কি?

নাসরিন হক : দেশে গার্মেন্টস শিল্পে নানা কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। ভবন নির্মাণে ত্রুটি, নির্মাণশিল্পে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে তার ত্রুটি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রশিক্ষণহীনতা, কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণহীনতা এর জন্য দায়ী। সাভারে স্পেকট্রাম এবং তেজগাঁওয়ে ফিনিক্স ভবন ধসের জন্য নির্মাণ ত্রুটি ধরা পড়েছে। চট্টগ্রামে কেটিএস গার্মেন্টসে আগুন লাগার পর শ্রমিকরা মূল গেট দিয়ে বের হয়ে আসতে পারেনি। মূল গেট বন্ধ ছিল। মূল কথা গার্মেন্টস মালিকদের সচেতনতাহীন তা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারি নজরদারির দুর্বলতা এ দুর্ঘটনার জন্য

বাসা থেকে বলা হয় তিনি বাসায় নেই। এক পর্যায়ে তার মেয়ে ইভানা-ফাহমিদা সামদানী সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না। যেভাবে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা মর্মাহত। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেব। আমরা হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বলে দিয়েছি চিকিৎসার সব খরচের বিল আমাদের নামে করতে। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকবো।’

তবে ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণে নিয়ম মেনে চলা হয় না কেন জানতে চাইলে রাজউক কর্তৃপক্ষ এবং মালিকপক্ষ উভয়েই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। অবশ্য গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস ঘটনার দিন উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘আমি ঢাকা শহরে ভবন নির্মাণের জন্য ইমারত নির্মাণবিধি মেনে চলার পক্ষে। এছাড়া আমি যেকোনো হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের বিপক্ষে। অবশ্য আমাদের এ বিষয়ে আইন নেই। জাতীয় সংসদের আইন না থাকায় অনেকেই পার পেয়ে যাচ্ছে। এবার সংসদ অধিবেশনে পাস করা হবে। এতে ওই আইনে অভিযুক্তদের বিচার করা যাবে।’ একইভাবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিব ইকবাল উদ্দিন চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘দোতলা ভবনের ওপর পাঁচতলা ভবন নির্মাণের অনুমতি আমরা দেইনি। অন্য সংস্থা দিতে পারে। যে ঘটনা ঘটেছে তাতে দোষীদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।’

নপুংশক তদন্ত কমিশন

বাংলাদেশে যেকোনো ঘটনা ঘটলেই তৈরি করা হয় এক, তিন বা পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর অতিরিক্ত করা হয়। এ তদন্ত কমিটি এবং কমিশন যে কারণে গঠিত হয় তা সফল হয় না বা হতে

জাতীয় বিল্ডিং কোড যা বলে

জাতীয় বিল্ডিং কোড প্রণয়ন করা হয়েছে ১৯৯৩ সালে। গত ১২ বছরেও এ কোডটিকে আইনে রূপান্তর করা হয়নি। রাজধানী ঢাকা শহরে বাস করে ১ কোটি মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভূমিকম্পে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ পৃথিবীর ২০টি বড় নগরীর অন্যতম হচ্ছে ঢাকা শহর। গ্রাম ও শহরগুলোতে জীবিকার সুযোগ সঙ্কুচিত হওয়ায় ঢাকামুখী মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে অপরিকল্পিত এবং অনুমোদনহীন দালানকোঠা। অপরিকল্পিত বাড়িঘর নির্মাণের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

নিরাপদ ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করতে জাতীয় বিল্ডিং কোড অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বিল্ডিং কোড তৈরি হয়েও আইনি স্বীকৃতি না পেয়ে স্থবির হয়ে পড়ে আছে। গত ১২ বছরেও এ কোডটিকে আইনি স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব হয়নি। পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ভবন নির্মাণ কাজে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে জাপান, হংকং, তুরস্ক প্রভৃতি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশের অনুকরণে ১৯৯৩ সালে জাতীয় বিল্ডিং কোড প্রণয়ন করা হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে বিধিমালাটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয় এটিকে অনুসরণ করতে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটিকে সুনির্দিষ্ট কোনো আইনে পরিণত করা হয়নি। ফলে যতদিন পর্যন্ত কোডটি আইনে পরিণত না হচ্ছে ততদিন এটি কারো ওপর বাধ্যতামূলক নয়।

বর্তমানে দেশের ভবন নির্মাণ নীতিমালা পরিচালিত হয় ১৯৫৩ সালের ইমারত নির্মাণ আইন দিয়ে। বড় কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও রাজউকের মেনে চলতে হয় সেই ১৯৫৩ সালের আইন, যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তির বিধান বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ইদানীং ‘জাতীয় বিল্ডিং কোড’কে আইনে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানিয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রক্রিয়া গত বারো বছর ধরে চলছে।

দায়ী।

২০০০ : তাহলে দুর্ঘটনা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

নাসরিন হক : দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য মালিকদের সচেতনতা প্রয়োজন। ভবন নির্মাণের সময় ভবন নির্মাণ কোড মেনে চলা উচিত। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি মাঝে মাঝে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। পাশাপাশি সরকারের উচিত একটি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করা। যারা দেশের গার্মেন্টস কারখানার ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে পারে।

২০০০ : ফিনিক্স ভবন ধসের পর আপনারা অ্যাকশন এইডের পক্ষ থেকে উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছেন। আপনারা আসলে কী কাজ করছেন?

নাসরিন হক : আমরা মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছি। স্পেকট্রাম গার্মেন্টস দুর্ঘটনায় আমরা দেখেছি, উদ্ধার তৎপরতায় আমাদের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের প্রশিক্ষিত লোকবল নেই। সরঞ্জাম নেই। অভিজ্ঞতা নেই। আমরা এটি চিহ্নিত করে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ফিনিক্স ভবন ধসে গেলে আমরা ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। তারাই প্রথম প্রাথমিক উদ্ধার তৎপরতায় এগিয়ে আসে। আমরা তাদের উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করি। তাছাড়া আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করছি।

২০০০ : বিদেশী ক্রেতাদের বিরাট অংশ দেশের গার্মেন্টস সেক্টরের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে। স্পেকট্রাম ঘিরে তারা বাংলাদেশী পণ্য বর্জনের হুমকি দিয়েছিল। কেটিএস দুর্ঘটনা এতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে কি?

নাসরিন হক : বিদশী ক্রেতারা নিজেদের স্বার্থ দেখে। তারা চায় সর্বনিম্ন অর্থ বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ মুনাফা। কেটিএস দুর্ঘটনা বিদেশী ক্রেতাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেদের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

২০০০ : দেশের গার্মেন্টস কারখানাতে শ্রম আইন বলবৎ নেই। শ্রম আইন বাস্তবায়ন করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

নাসরিন হক : দেশের সকল কারখানাতেই শ্রম আইন বলবৎ থাকা উচিত। এ ব্যাপারে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আমরা দেখেছি, অধিকাংশ গার্মেন্টসের শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায় না, কাজের নিরাপদ পরিবেশও নেই। এসব নিশ্চিত করতে হলে সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একত্রে কাজ করতে হবে।

২০০০ : জীবিত অবস্থায় শ্রমিকের যেমন মর্যাদা নেই তেমনি নেই মৃত্যুর পরও। বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়। দেশে ডিএনএ টেস্টের ব্যবস্থা আছে। টেস্ট না করে দাফন করা হয় কেন?

নাসরিন হক : আমাদের দেশে ডিএন টেস্টের প্রচলন সেভাবে শুরু না হলেও লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে কবর দেয়ার আগে ডিএনও টেস্ট করা উচিত। স্বজনদের অধিকার আছে তাদের প্রিয়জনের লাশ বুঝে পাওয়ার।

২০০০ : আমাদের এখানে দুর্ঘটনা নিয়ে যারা কাজ করে যেমন ফায়ার সার্ভিস তাদের পর্যাপ্ত জনবল কিংবা যন্ত্রপাতি নেই। সরকারিভাবে এসব সংস্থাকে দক্ষ করে তোলা যায়। এ ক্ষেত্রে আপনারা কিছু করছেন কি?

নাসরিন হক : ফায়ার সার্ভিস দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে কাজ করে তার নজির সাভার, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দেখা গেছে। দুর্ঘটনা মোকাবেলা করার যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে নেই। এগুলো বাড়ানো উচিত। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। অ্যাকশন এইড এসব সংস্থাকে লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়ার চেষ্টা করছে।

দেয়া হয় না। অর্থাৎ কোনো তদন্ত প্রতিবেদনই আলোর মুখ দেখে না। তদন্তকারী কর্মকর্তারা কী রিপোর্ট দেয় তা জনগণ কোনো দিনই জানতে পারে না। তদন্ত করার পর মালিকপক্ষকে শাস্তি দেয়া হয়েছে- এ রকম নজির বাংলাদেশে নেই। যে দেশে ৮৪% সাংসদের কম-বেশি গার্মেন্টস ব্যবসা রয়েছে, সে দেশে তদন্ত কমিটির ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। যে দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রক এখন ব্যবসায়ীরা, সে দেশে কোনো তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখাবে না তা এখন চিরায়ত সত্যে পরিণত হয়েছে। ভবন নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয় রাজউক থেকে। অথচ ফিনিক্সের দুর্ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রধান করা হয়েছে রাজউকের প্রধান প্রকৌশলীকে । এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখবে না।

যেখানে রাজউকের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের গাফিলতির জন্য বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটছে, সেখানে তাদের দিয়ে তদন্ত করানো আর প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ করা একই কথা।

উদ্ধার তৎপরতা

কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথমত প্রাধান্য দেয়া উচিত ফায়ার সার্ভিসকে। আমাদের দেশে বিষয়টি ভিন্ন। এখানে মূল দায়িত্ব দেয়া হয় সেনাবাহিনীকে। তবে সমস্যা হলো, বড় বড় দুর্ঘটনা মোকাবিলায় বা উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি যন্ত্রপাতি, ক্রেন কোনোটিই দেশে নেই। স্পেকট্রামের ঘটনায় এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ মিলেছে।

তেজগাঁওয়ে উদ্ধার তৎপরতায় ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, র‍্যাব, দাঙ্গা পুলিশ, বিডিআর এবং স্বেচ্ছাসেবী দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্ধার কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক সেলিম নেওয়াজ ভুঁইয়া সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই কাজ করে যাচ্ছি। পর্যাপ্ত জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে উদ্ধারকাজ করা হচ্ছে। তবে কবে নাগাদ উদ্ধারকাজ শেষ হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।'

মালিকদের গাফিলতি

দেশে যতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে তার মূলে রয়েছে মালিকপক্ষের নানা গাফিলতি। মালিকের গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটলেও দায়-দায়িত্ব তারা নিতে রাজি নয়। প্রশাসন ও সরকার মালিকের পক্ষে অবস্থান নেয়ার ফলে এসব ঘটনার বিচার হয় না। নানা অপকর্ম করে পার পেয়ে যায়। মালিকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রসঙ্গে দেশের অন্যতম গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁও গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কায়সার হাসনাত সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'মালিকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয় বিষয়টি সত্য। তবে সব প্রতিষ্ঠান এক নয়। প্রত্যেক মালিককে ভবন নির্মাণ করার সময় আনুসঙ্গিক নিয়মনীতি মেনে চলা উচিত। শ্রমিকের স্বার্থকে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। শ্রমিকের কাজের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে অবজারভেশন টিম গঠন করা উচিত। এ শিল্প বাঁচাতে হলে শ্রমিক, মালিক এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।'

শেষ কথা

সাভারের স্পেকট্রাম গার্মেন্টস দুর্ঘটনার পর ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল গার্মেন্টস লেদার ওয়ার্কাস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জেনারেল সেক্রেটারি নেইল কার্নেগি বাংলাদেশে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'হোয়ার ইজ গভর্নমেন্ট!' বহির্বিশ্বে এ শিল্পে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন্ধু নেইল কার্নেগি। তার এ মন্তব্য সে সময় বেশ আলোড়ন ফেলেছিল। সরকার তাদের কথা দিয়েছিল এ ধরনের দুর্ঘটনা আর ঘটবে না। তার পরও পরপর দুটি দুর্ঘটনা ঘটলো, ক্ষতি হলো এ দেশের পোশাক শিল্পের। বহির্বিশ্বে সরকার কী জবাব দেবে জনগণ তা জানতে চায় না। তবে জনগণ এটা নিশ্চিত হতে চায়, তৈরি পোশাক রপ্তানি যেন বন্ধ না হয়ে যায়। এ জায়গায় বিজিএমইএ এবং সরকারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে শ্রমিকদের জীবন।